ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU) এর ১৩৬তম এসেম্বলি উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

দক্ষিণ প্লাজা, জাতীয় সংসদ ভবন, শনিবার, ১৮ চৈত্র ১৪২৩, ১ এপ্রিল ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
আই পি ইউ-ভুক্ত দেশসমূহের পার্লামেন্টের মাননীয় স্পীকারবৃন্দ,
মাননীয় সংসদ-সদস্যগণ,
কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ,
সম্মানিত ডেলিগেটস্,
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম এবং A Very Good Evening to You All.

ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন-**IPU**-এর ১৩৬তম এসেম্বলির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।

এই প্রথমবারের মত ১৭১টি সদস্য দেশের সংসদীয় সংগঠন **IPU**-এর এ ধরণের বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য এটি সত্যিই একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। আমি বাংলাদেশের জনগণ এবং নিজের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশা করি বাংলাদেশে আপনাদের অবস্থান আনন্দদায়ক এবং ফলপ্রসূ হবে।

IPU-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আমরা গভীরভাবে সম্মান করি। আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত। আমরা গণতন্ত্রকে শুধু একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখি না বরং গণতন্ত্রকে মানুষের সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বাহন হিসেবে গণ্য করি।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশে গণতন্ত্র অর্জনের পথ কখনই মসৃণ ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের অধিকার আদায় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এজন্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন।

১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু জনগণের রায় অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শাসকগোষ্ঠি বাঙালিদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের নামে শুরু করে মানব ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে দেশের আপামর জনগণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ৩০ লাখ শহিদ আর ২-লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।

বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত, ঠিক তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার-বিরোধী শক্তি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। আমি এবং আমার ছোটবোন বিদেশে অবস্থান করায় আমরা বেঁচে যাই।

এরপর গণতন্ত্রকে নির্বাসনের পাঠিয়ে শুরু হয় সামরিক ও স্বৈরশাসন। প্রবাসে থাকা অবস্থাতেই ১৯৭৯ সালে আমি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম শুরু করি। ১৯৮৬ সালে আমি প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই। সে সময় বিরোধীদলের নেতা হিসেবে প্রথম **IPU** সম্মেলনে যোগ দেই।

জনগণের শাসন ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে আমাকেও কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। গৃহবন্দী, জেলখানায় আটক থেকে শুরু করে আমার জীবননাশের প্রচেষ্টা হয়েছে বার বার।

আমাকে হত্যার জন্য ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলাসহ কমপক্ষে ১৯বার হামলা করা হয়। ২১শে আগস্টের হামলায় আমার দলের মহিলা শাখার সভাপতিসহ ২২ নেতাকর্মী নিহত হন এবং ৫০০ জনের বেশি আহত হন। ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী জীবন দিয়েছেন। কিন্তু আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হইনি। আমি মনে করি একমাত্র গণতন্ত্রই মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে পারে।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্ব আজ এগিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বৈশ্বিক ক্ষুধার ক্ষেত্রেও। তবুও, বিশ্বের প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ এখনও অপুষ্টিতে ভুগছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক বিরাট সংখ্যক শিশু পুষ্টির অভাবে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। অসুখে-বিসুখে চিকিৎসার সুবিধাবঞ্চিত তারা। সুযোগ পাচ্ছে না বিদ্যালয়ে যাওয়ার।

অথচ প্রাচুর্যে ভরা এই বিশ্বে মানবজাতির বেঁচে থাকার সব ধরণের রসদ বিদ্যমান। একটু সহানুভূতি, সহযোগিতা, পরস্পরের প্রতি মমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বকে এক নিমিষেই ক্ষুধামুক্ত করতে পারে।

বিশ্ব নতুন এক উপদ্রবের মুখোমুখী হয়েছে। সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। মানুষের শান্তি বিনষ্ট করছে। জঙ্গিবাদ আজ কোন নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়, এটি বৈশ্বিক সমস্যা। আমাদের সকলকে ঐক্যদ্ধভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তা না হলে আমরা আবার অন্ধকার যুগে ফিরে যাব।

বৈশ্বিক জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা চলছে। তবুও আমি এই মহৎ সমাবেশের সামনে বিষয়টি আরেকবার উত্থাপন করছি এ কারণে যে, এই পরিবর্তনের ফলে আমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে পরিত্রাণের জন্য যে সহায়তার প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন ফোরামে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশে, আমরা একটি দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, ন্যায়-ভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারসহ আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করেছি। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব পালন করছেন।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অতন্দ্র প্রহরী স্বাধীন এবং সপ্রতিভ গণমাধ্যম। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের গণমাধ্যম একদিকে যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি নিশ্চিত করা হয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ১,৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭২ বছর। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা লাভ করা।

আমরা এমডিজি বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। এমডিজি সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমরা এসডিজি বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের চলমান সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজি'র বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি CPA-এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন এবং মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী IPU-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সারাবিশ্বেরর পার্লামেন্টসমূহের মাননীয় সদস্যগণের কাছ থেকে পাওয়া এ স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চায় বাংলাদেশের নিবেদিত থাকার একটি মূল্যবান সনদ।

সম্মানিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ,

ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের এই ১৩৬তম এসেম্বলিতে আপনারা বিভিন্ন বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। আমি আশা করি দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব শান্তি স্থাপন এবং সর্বোপরি মানবতার কল্যাণে আপনারা বাস্তবধর্মী সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। নিজ নিজ দেশে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তবেই আমাদের-আপনাদের পরিশ্রম স্বার্থক হবে। মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি IPU-এর ১৩৬তম এসেম্বলি'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...